ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী

জাতীয় কিডনী ও ইউরোলজী প্রতিষ্ঠান

২৮শে ডিসেম্বর, ২০০৩ / ১৪ই পৌষ ১৪১০

কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৬ পৌষ ১৪১০
২০ ডিসেম্বর ২০০৩

বাণী

কিডনী ও ইউরোলজী রোগীদের জন্য সর্বোচ্চ চিকিৎসা কেন্দ্র ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী এর পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বিশ্বব্যাপী চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নের সাথে সাথে কিডনী ও ইউরোলজী রোগের চিকিৎসারও ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। কিডনী ও ইউরোলজী রোগ এদেশের জনগণের অসুস্থতা ও মৃত্যুর অন্যতম কারণ এবং এর চিকিৎসাও অত্যন্ত ব্যয়বহুল। প্রতিনিয়তই এ ধরনের রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এ পরিস্থিতিতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতালটি চালু হলে তা জনসাধারনের এ সম্পর্কিত চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত হবে বলে আমি মনে করি।

আমি এই ইনস্টিটিউটের সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

NIKDU

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩ অগ্রহায়ণ ১৪১০
০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

বাণী

ঢাকায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি আশা করবো, এই হাসপাতালে দেশের মানুষ আধুনিক চিকিৎসা সেবা পাবে। দেশের হাসপাতালে মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবা পেলে রোগীদের বিদেশে যাওয়াও কমে যাবে। তাতে বৈদেশিক মুদ্রারও সাশ্রয় হবে। আমি আমাদের চিকিৎসকদের প্রতি অধিকতর সেবার মনোভাব নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী'র সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

খালেদা জিয়া

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী'র আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কিডনী ও ইউরোলজী রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং বর্তমানে বাংলাদেশে অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার পাশাপাশি কিডনী ও ইউরোলজীর রোগ একটি অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে।

বর্তমানে সরকার জনগণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে দেশের পুরাতন ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিডনী ও ইউরোলজী চিকিৎসা সেবার প্রসার ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ শাখার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে কিডনী ও ইউরোলজী বিভাগে এমডি/এমএস কোর্স চালু করা হয়েছে।

কিডনী ও ইউরোলজী বিষয়ে চিকিৎসকদের উন্নত প্রশিক্ষণ, অধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরী এবং বহিঃবিশ্বের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস। এই ইনস্টিটিউটের হাসপাতালের মাধ্যমে কিডনী ও ইউরোলজী রোগের আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করাও সম্ভব হবে বলে আমি আশা করি।

আমি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী'র উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী এর কার্যক্রম

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর কবির
পরিচালক ও অধ্যাপক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

কিডনী এবং ইউরোলজী রোগীর অত্যাধুনিক ও বিশ্বমানের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার নিমিত্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র শের-ই-বাংলা নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী (National Institute of Kidney Diseases & Urology)। অনেক ত্যাগ আর অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আজ আমরা বহুল আকাঙ্খিত এই অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করতে যাচ্ছি। এটি আমাদের সকলের জন্য এক অনাবিল আনন্দের এবং এদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের সম্প্রসারণের এক মাইলফলক। বর্তমান বিশ্বে কিডনী ও ইউরোলজী রোগীর চিকিৎসা, ডায়ালাইসিস ও কিডনী সংযোজনের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। ২টি কিডনী সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেলেও একজন রোগী ডায়ালাইসিস ও কিডনী সংযোজনের মাধ্যমে প্রায় সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে পারে। আমাদের দেশের শতকরা ৯০ ভাগ কিডনী অকেজো ও ইউরোলজী রোগী এ ধরনের চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

১৪ কোটি জনসংখ্যার আমাদের এই দেশে কিডনী ও ইউরোলজী রোগীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। এর মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার রোগী কিডনী অকেজো হয়ে প্রতি বৎসর মৃত্যু বরণ করে। প্রতি বৎসর তাৎক্ষনিক কিডনী বিকল (Acute Renal Failure) রোগীর সংখ্যা ১৫ - ২০ হাজার। এই তাৎক্ষণিক কিডনী বিকল রোগীর প্রায় ৭০ ভাগ রোগীকে সাময়িকভাবে ডায়ালাইসিস করে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব। প্রতি বৎসর ক্রনিক (ধীর গতিতে) কিডনী বিকল (Chronic Renal Failure) রোগীর সংখ্যা ১৮ - ২০ হাজার। আলাদাভাবে শুধু ইউরোলজীর রোগীর সংখ্যা প্রায় ২০-৩০ লক্ষ। এদের মধ্যে রয়েছে কিডনী ও মূত্র পাথরী রোগ, প্রোস্টেট ক্যান্সার, কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের টিউমার এবং জন্মগত বিকলাঙ্গতাসহ নানাবিধ সমস্যা। দেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রোস্টেটগ্রন্থীর নানাবিধ রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে কিডনী ও ইউরোলজী রোগের চিকিৎসা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ কয়েকটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং বিএসএমএমইউ-তে সীমাবদ্ধ। দেশের বিপুল সংখ্যক রোগীর তুলনায় এ ব্যবস্থা সীমিত। এই অত্যাধুনিক জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসার প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে বিদ্যমান কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বেড, যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরী সার্ভিস অপ্রতুল। এই পটভূমির উপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ১৯৯২ সালে দেশের নেফ্রোলজীস্ট ও ইউরোলজীস্টদের নিয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজীর পিসিপি তৈরী করেন। যা ১৯৯৪ সালে একনেক-এ অনুমোদন হয়। আজ সেই ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমের শুভ যাত্রা ও আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে মিরপুর রোডের পাশে এনআইসিভিডি এর সংলগ্ন চারিপার্শ্বে বাগান পরিবেষ্টিত সৌরম্য ভবনটি আমাদের এই জাতীয় কিডনী ও ইউরোলজী ইনস্টিটিউট। তিন একর জমির উপর চার তলার এই ভবনটি আট তলা পর্যন্ত অবকাঠামো আছে। প্রাথমিক অবস্থায় এই হাসপাতালের বেডের সংখ্যা ১১৬টি, ৯৮ জন ডাক্তারসহ মোট জনবলের সংখ্যা ৪৬২ জন। প্রতিদিন বহিঃ বিভাগে ৩০০ রোগীর চিকিৎসা সম্ভব। প্রতি বছর ৬০০ থেকে ৮০০ রোগীর ডায়ালাইসিস, ২০০০ - ২৫০০ জন রোগীর বিভিন্ন ইউরোলজীক্যাল অপারেশন এবং ৮০-১২০ জন রোগীর কিডনী সংযোজন করা সম্ভব।

প্রাথমিকভাবে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য দেশের কিডনী ও ইউরোলজী রোগের চিকিৎসার মান এবং সুযোগ অত্যাধুনিক ও বিশ্বমানের করা এবং ডায়ালাইসিস, কিডনী সংযোজন ও ইউরোলজীর চিকিৎসা সম্প্রসারিত করা। এছাড়া কিডনী, ইউরোলজী, ডায়ালাইসিস এবং কিডনী সংযোজন সম্পর্কিত গবেষণা করা, পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী প্রদান, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে গবেষণায় প্রতিনিধিত্বমূলক ভূমিকা পালন এবং ডাক্তার, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান ও ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে।

বহিঃ বিভাগ চিকিৎসা সেবার কার্যক্রম ঃ

বহিঃ বিভাগের চিকিৎসা কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট হলো বিশেষজ্ঞ কর্তৃক পরামর্শ প্রদান। রোগীদের সুবিধার্থে রয়েছে আলাদাভাবে নেফ্রোলজী, ইউরোলজী, পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজী, পেডিয়াট্রিক ইউরোলজী বহিঃ বিভাগ। এছাড়া কিডনী ও মূত্র পাথরী রোগীদের জন্য রয়েছে স্টোন ক্লিনিক। কিডনী সংযোজনকৃত রোগীদের জন্য বিশেষভাবে রয়েছে ট্রান্সপ্লান্ট বহিঃ বিভাগ। পুরুষদের বন্ধ্যাত্ব ও যৌনগত সমস্যার জন্য এখানে থাকবে একটি এনড্রোলজী ক্লিনিক। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সরকারী কার্যদিবসে এই বহিঃবিভাগে খোলা থাকবে। প্রতি মুহূর্তে ২০০-৩০০ জন রোগীর বহিঃবিভাগে সংকুলান হবে। বহিঃবিভাগে রয়েছে একটি সুসজ্জিত অপারেশন থিয়েটার যেখানে ডে-কেস ও অন্যান্য মাইনর অপারেশন করা যাবে। গুরুতর কিডনী ও ইউরোলজী রোগীদের জন্য ইমার্জেন্সী বিভাগ ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে।

আন্তঃ বিভাগ চিকিৎসা সেবার কার্যক্রম ঃ

১১৬ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালে রয়েছে ফ্রি এবং পেয়িং বেডসহ ২০টি কেবিনের ব্যবস্থা। রোগীদের সু-চিকিৎসার্থে এই বেড সমূহ নেফ্রোলজী, ইউরোলজী, ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জারী, পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজী, পেডিয়াট্রিক ইউরোলজী, ইমার্জেন্সী, পোষ্ট অপারেটিভ, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, পোষ্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট কিউবিকাল, হেমোডায়ালাইসিস ওয়ার্ড, সিএপিডি ওয়ার্ড এবং কেবিন ব্লক-এ বিভক্ত করা হয়েছে। এই হাসপাতালে স্থাপিত হতে যাচ্ছে বিনা অপারেশনে কিডনী ও মূত্র তন্ত্রের পাথরের চিকিৎসার জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তির লিথট্রিপসি (ESWL) মেশিন। মূত্র প্রবাহের জটিলতার সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য স্থাপন করা হচ্ছে Urodynamic Machine. জীবানুমুক্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হাসপাতাল সবারই কাম্য। হাসপাতালের বর্জ্য নিস্কাসনের জন্য ইনসিনেটর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ল্যাবরেটরী সার্ভসেস ঃ

উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন আধুনিক ল্যাবরেটরী। রোগের Prognosis এবং চিকিৎসার অগ্রগতি দেখার জন্যও উন্নত ল্যাবরেটরী সার্ভিসের প্রয়োজন। কিডনী সংযোজনের জন্য প্রয়োজন উন্নতমানের টিসু টাইপিং, বায়োকেমিক্যাল ও সেরোলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এ ইনস্টিটিউটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজী, ক্লিনিক্যাল ইমিউনোলজী, টিস্যু টাইপিং, হেমাটোলজী, হিস্টোপ্যাথলজী এবং ট্রান্সফিউশান মেডিসিন সমৃদ্ধ এক বিশাল ল্যাবরেটরী মেডিসিন বিভাগ। রোগ নির্ণয়ের জন্য আরও দুইটি সমৃদ্ধ বিভাগ হল রেডিওলজী ও ইমেজিং এবং নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগ। অত্যাধুনিক রেডিওলজীর যন্ত্রপাতি বিশেষ করে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির রেনাল এনজিওগ্রাম মেশিন, ডপলার আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন এ বিভাগকে করেছে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের পরমানু শক্তি কমিশনের সহযোগিতায় এ ইনস্টিটিউট-এ আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগটি। যেখানে ইনস্টিটিউটের রোগীদের জন্য রেনোগ্রামসহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সহজতর হবে। বায়োকেমিষ্ট্রির অটো এনালাইজার, ক্লিনিক্যাল ইমিউনোলজীর HLA টাইপিং এবং ক্রসমেচিং, সেরোলজী, DNA টেকনোলজী, লাইট এবং Immunofluorescence ভিত্তিক অটোমেটেড হিস্টোপ্যাথলজির কার্যক্রম ল্যাবরেটরী মেডিসিনকে আধুনিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে পরিনত করবে ও অদুর ভবিষ্যতে কিডনী ও ইউরোলজী রোগীদের জন্য Centre for Excellence এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রযুক্তি বিনিময়ের কেন্দ্রে পরিণত হবে বলে আমরা আশা করছি।

শিক্ষাকার্যক্রম এবং গবেষণা ঃ

এ ইনস্টিটিউটে অবিলম্বে নেফ্রোলজী, ইউরোলজী, পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজী, পেডিয়াট্রিক ইউরোলজী ও ল্যাবরেটরী মেডিসিন এ পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়াও ডাক্তার, নার্স এবং টেকনলজিষ্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম থেকেই দেশী বিদেশী জার্নাল ও বই পুস্তক দ্বারা লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। অডিও ভিজুয়াল ডিপার্টমেন্টকে উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষাদনের জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সহ নানা উপকরণ দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে Cadaver Transplantation এর জন্য রয়েছে একটি মরচুয়ারী (Mortuary) বিভাগ। Xeno Transplantation এর জন্য রয়েছে পশু চিকিৎসক সহ Animal House.

কিডনী ও ইউরোলজী রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয় বহুল। এজন্য রোগের প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইনসার্ভিস ট্রেনিং এর আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৫০ জন চিকিৎসক ও ১২০ জন নার্স- কে কিডনী ও ইউরোলজী রোগের প্রতিরোধ সম্বন্ধে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জনসাধারণকে কিডনী এবং ইউরোলজী রোগ সমূহের প্রতিরোধের জন্য শিক্ষিত করে তোলার জন্য এই ইনস্টিটিউটে রয়েছে একটি স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগ।

আমরা আশা করছি এই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে একটি কমিউনিটি ও হাসপাতাল ভিত্তিক কিডনী, ইউরোলজী, ডায়ালাইসিস এবং কিডনী সংযোজন রোগীর জন্য সেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি জেনে আনন্দিত যে, বর্তমান জোট সরকার কিডনী ও ইউরোলজী রোগীদের জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসা প্রদানের নিমিত্তে জনগণের বহু কাঙ্খিত দেশের প্রথম এবং একমাত্র জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ ইনস্টিটিউট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী এর কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

বিগত বছরগুলোতে দেশে কিডনী ও ইউরোলজী রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার সামান্যই অগ্রগতি হয়েছে। উন্নত বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কিডনী রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদানে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এ ইনস্টিটিউট কিডনী ও ইউরোলজীর বিশেষায়িত চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, উন্নত প্রশিক্ষণ এবং নব নব গবেষণার দ্বার উন্মোচন করবে।

ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন এবং পরবর্তীতে সুষ্ঠভাবে এ হাসপাতাল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালন কিডনী রোগ চিকিৎসার মাইল ফলক হয়ে থাকুক- এ কামনাই করি।

মিজানুর রহমান সিনহা

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বে কিডনী এবং ইউরোলজী রোগের চিকিৎসা বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। অগ্রসরমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও বিশ্বমানের কিডনী ডিজিজেস এবং ইউরোলজীর চিকিৎসা ও শিক্ষার কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। ঢাকার শেরে-বাংলা নগরে প্রতিষ্ঠিত হল একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী। এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের জনগনের চিকিৎসা সেবা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধনের এইদিনে আমরা আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করছি।

আমি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিসেস এন্ড ইউরোলজীর কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করি।

এ এফ এম সরওয়ার কামাল

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

বাণী

ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজেজেস এন্ড ইউরোলজী এর কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ দেশের কিডনী রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিডনী রোগ চিকিৎসা বেশ ব্যয়বহুল। এই দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী কেবলমাত্র সচেতনতা, প্রতিরোধ জ্ঞান ও উন্নত কিডনী রোগ চিকিৎসার অভাবে অকালে জীবন হারাচ্ছেন। এই ইনস্টিটিউট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং নার্স ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাশ্রয়ী ও উন্নতমানের কিডনী রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে উপমহাদেশে দৃষ্টান্ত সৃষ্টিতে সক্ষম হবে। এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশের কিডনী রোগ সম্বন্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দ্বার উন্মুক্ত হল।

আমি উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি ও সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মীজানুর রহমান

সৌজন্যে ঃ বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি